22/9/2007

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..২.. কলাম ..৬......

ভোরের কাগজ

পলাতক শিক্ষককে বহিষ্কার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ

শ্রেণীকক্ষে ছাত্রীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন শিক্ষক, মাথায় ১৪টি সেলাই লেগেছে

চট্টগ্রাম অফিস : স্কুলের শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্রীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার অপরাধে বন্দরনগরীর ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের মোস্তফা মজুমদার নামে একজন শিক্ষককে গতকাল শনিবার কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার বহিষ্কৃত ঐ শিক্ষক পড়া না পারার অপরাধে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আফিফা ওয়াদুদ জেসিকে প্রচণ্ড মারধর করেন। এতে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। জেসিকে তার সতীর্থরা রক্তাক্ত অবস্থায় অধ্যক্ষার রুমে নিয়ে গেলে অধ্যক্ষাও তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। পরে তারা তাকে হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করে। জেসির মাথায় ১৪টি সেলাই পড়েছে। এখনও সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এদিকে জেসিকে অমানবিকভাবে নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল তার সহপাঠীরা ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে জেসির রক্তাক্ত স্কার্ফ বাঁশের

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শ্রেণীকক্ষে ছাত্রীকে

● প্রথম পাতার পর

মাথায় ঝুলিয়ে রাখে। জেসির মা ফয়েজুন্নেসা খুলশী থানায় শুক্রবার এ ব্যাপারে একটি মামলা দায়ের করেন। শিক্ষক মোস্তফা মজুমদার ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছেন।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, মোস্তফা মজুমদার এর আগেও বেশ কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অবৈধ কোচিং সেন্টার পরিচালনার পাশাপাশি ছাত্রদের জন্য জোরপূর্বক কোচিং সেন্টারে পড়া বাধ্যতামূলক করারও অভিযোগ রয়েছে। যারা তার কোচিং সেন্টারে পড়ালেখা করে না তাদের ওপরই সাধারণত এই নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওইদিনের ঘটনা সম্পর্কে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে লিখিত বক্তব্য চেয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।